দৈনিক ইনকিলাব

২২/৭/২০০০
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কুমিল্লায় বহু পরীক্ষার্থী নকল ছাড়া লিখতে পারে না ❑ এইচএসসির মানে পর্যন্ত জানে না

ুমিল্লা হতে ফিরে সালাহউদ্দীন াবলু ॥ ম্যাজিস্ট্রেট সনৎ কুমার সাহা াসংখ্য নকলবাজ পরীক্ষার্থীর মধ্যে কজনকে হাতেনাতে ধরে তার খাতা নিয়ে ালেন। ছাত্রটি হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে ড়িয়ে ধরলো ম্যাজিস্ট্রেটের পা। "স্যার, ামার রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ এবারই শেষ। ন্দেগীতে আর আমার এইচএসসি পরীক্ষা য়া হবে না। এবারের মতো মাফ করে ন। কান ধরছি। আর কখনোই নকল বো ন।" ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'ঠিক ছ, তোমাকে আমি বহিষ্কার করবো না। ্য কোন শাস্তিও দেব না। খাতাও ফেরত য় দিচ্ছি। এখন শুধু বলো, যে পরীক্ষা তুমি দিতে এসেছ সেই এইচএসসি'র পুরো মানেটা কি'? ছাত্রটি নির্বিকার। এইচএসসি'র মানেটাও সে জানে না। কিন্তু সে এইচএসসি পরীক্ষার্থী! লজ্জায় আর কোন অনুনয়-বিনয় না করে বহিষ্কারাদেশ মাথাপেতে নিয়ে সে হল ত্যাগ করলো।

এইচএসসি'র প্রথম দিনে ইংরেজী পরীক্ষা দিতে আসা কুমিল্লার নিমসার কেন্দ্রের প্রায় সকল পরীক্ষার্থীর অবস্থা ছিল এমনই। নকল ছাড়া অধিকাংশেরই একটি বাক্যও লেখার ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং নিমসার হাই স্কুল ও জুনাব আলী কলেজ কেন্দ্রের সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী বিস্তর নকল নিয়েই কেন্দ্রে আসে এবং তার মধ্যে কমন পড়া প্রশ্নগুলোর উত্তর নকলের কাগজ থেকেই খাতায় তুলে দেয়। কিন্তু এতে আংশিক বাধ সাধে অঝোর ধারার বৃষ্টি আর ম্যাজিস্ট্রেট সনৎ কুমার সাহার নেতৃত্বাধীন জেলা প্রশাসন ও বোর্ডের ভিজিল্যান্স টীমের সদস্যরা। শুধু নিমসার কেন্দ্রই নয়, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, চান্দিনা, বুড়িচং, দেবীদ্বার,

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

কুমিল্লায় নকল ছাড়া লিখতে পারে না পরীক্ষার্থীরা

৮-এর পৃষ্ঠার পর

মুরাদনগর, দাউদকান্দী, লাঙ্গলকোটসহ ১২টি উপজেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে এবারো ব্যাপক নকলের মধ্যদিয়ে এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন অতিবাহিত হয়। তবে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মুষলধারায় বৃষ্টির কারণে নকলের সহযোগী বহিরাগতরা তেমন কোন সুবিধা করতে পারেনি। পরীক্ষার্থীরা সাথে করে যে যা এনেছিল হলের ভেতর তাই দিয়েই নকল পর্ব শেষ করে। আর এ কাজে যথারীতি নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও হল পরিদর্শকরা নীরবে তাদের সহযোগিতা করে। কেন্দ্রে কেন্দ্রে দু'চারজন যা বহিষ্কার হয়, তা ভিজিল্যান্স টীমের হাতেই। কেন্দ্রগুলোতে ১৪৪ ধারাও ছিল বস্তুত অকার্যকর। এবার বৃষ্টির কারণে বাইরে থেকে নকল সরবরাহ পরীক্ষার্থীদের আশানুরূপ না হওয়ায় তাদের পরীক্ষাও যথেষ্ট খারাপ হয়ে যায়। টানা বৃষ্টির দরুন হলের বাইরের জটলা ছিল অনেকটাই নিষ্প্রভ। অন্যদিকে বেশীরভাগ কেন্দ্রেই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় পরীক্ষা দেবার মত যথাযথ পরিবেশ তথা পর্যাপ্ত আলো বা বিদ্যুতের ব্যবস্থা না থাকায় আধো-অন্ধকারে বসে পরীক্ষা দিতে প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হয় ছাত্রছাত্রীরা। এ সুযোগে অনেককে মোমবাতি ও ম্যাচ সরবরাহের সাথে সাথে অভিভাবকরা নকলও ধরিয়ে দিয়ে যায়। নিমসার কলেজ কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায় মুষলধারে বৃষ্টি নামার সাথে সাথে অন্ধকার ঘনিয়ে আসায় পরীক্ষার্থীরা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তাছাড়া জানালা দিয়ে প্রচুর পানি ঢুকে অধিকাংশ বেঞ্চ ও মেঝে ভিজে গেলে পরীক্ষার্থীরা উঠে দাঁড়িয়ে থাকে। এভাবে তাদের এক ঘন্টারও বেশী সময় নষ্ট হয়ে যায়। তবে নকল ছাড়া এবং অন্যের খাতা না দেখে তাদের লেখার কোন যোগ্যতা না থাকায় বৃষ্টি বা অন্ধকার নিয়ে কারও কোন অভিযোগও ছিল না। জেলা প্রশাসক নকলের দায়ে এই কেন্দ্র থেকে সকালে কয়েকজনকে বহিষ্কার করার পর বেরিয়ে যাবার সময় বাইরে অপেক্ষমাণ পরীক্ষার্থীদের সহযোগীরা তাকে ঘেরাওয়ের চেষ্টা করে। ইংরেজী ১ম পত্রের পরীক্ষায় নিমসার স্কুল ও কলেজ কেন্দ্র থেকে নকলের দায়ে বোর্ড ও ভিজিল্যান্স টিমের সদস্যরা অর্ধ শতাধিক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেন। কয়েকজন বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী কর্তব্যরত শিক্ষকদের প্রাণনাশেরও হুমকি দেয়। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের পাল্টা হুমকিতে তারা ক্ষমা চেয়ে কেটে পড়ে। নকলবাজ ছাত্রীদের বহিষ্কার করা হলে কয়েকজন ছাত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সদ্য বিবাহিতা হাসিনা আখতারকে প্রকাশ্যে নকলের জন্য বহিষ্কার করা হলে কক্ষের মধ্যেই সে কাঁদতে কাঁদতে বার বার মূর্ছা যায়। এ অবস্থায় মেডিকেল টিম ছাড়া কেন্দ্র পরিদর্শন ও বহিষ্কার করায় সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ ভিজিল্যান্স টিমের সদস্যদের গালাগাল করতে থাকেন। অজ্ঞান হয়ে পড়া হাসিনাকে সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে সুস্থ করার পর সে শিক্ষকদের প্রতি উচ্চস্বরে বলতে থাকে "স্যার, দোহাই লাগে আমাকে এক্সপেলড করবেন না। তাহলে শ্বশুর বাড়ীতে এ মুখ আর আমি দেখাতে পারব না।" নকলের জন্য খাতা নিয়ে যাওয়ায় অনেক ছাত্রীকেই কাঁদতে এবং উন্মাদের মত ছোটাছুটি করতে দেখা যায়। ভিজিল্যান্স টিমের সদস্য ও সাংবাদিকরা পরিদর্শনের জন্য বিভিন্ন হলে প্রবেশ করা মাত্রই প্রায় সকল পরীক্ষার্থীকে হাত উঁচু করে নিশ্চুপ বসে থাকতে দেখা যায়। যতক্ষণ ভিজিল্যান্স অবস্থান করেছেন, ততক্ষণ ছাত্রছাত্রীরা কিছুই লিখতে পারেনি। কারণ, নকল অথবা অন্যেরটা না দেখে তাদের নিজ থেকে লেখার কোন সাধ্য ছিল না। এ অবস্থায় কর্তব্যরত শিক্ষকরাও অনেকটা অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকেন। কমন পড়েনি– এমন সব নকলের কপি পরীক্ষার্থীরা হলের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে দিলে পরিদর্শক শিক্ষকরা তা কুড়িয়ে কুড়িয়ে হলের কোণায় জমা করেন এবং পিয়ন-দারোয়ানরা পরে বস্তায় ভরে তা নিয়ে যায়। একজন শিক্ষক সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেন, 'আসলে ভাই আমাদের এখানকার ছেলেমেয়েরা সারাবছর পড়াশুনা করে না। তাই পরীক্ষার সময় একটু-আধটু নকল তো করবেই। এছাড়া ওদের পাস করার আর কোন শর্টকার্ট রাস্তা নেই।' বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীরা জানায়, ফর্ম ফিলাপের সময় 'হল ফ্যাসিলিটি' দেবার কথা বলে তাদের কাছ থেকে মাথাপিছু আড়াই থেকে তিন হাজার করে টাকা নেয়া হয়েছে। তার ওপর প্রবেশপত্র দেবার সময় আরও ৪/৫শ' টাকা। পাবলিক পরীক্ষায় নকলের জন্য সারাদেশে রেকর্ড সৃষ্টিকারী কুমিল্লা বোর্ডের নকল প্রতিরোধে এবার প্রশাসন অনেক পদক্ষেপ গ্রহণের ঘোষণা দিলেও বোর্ডের অসহযোগিতার কারণে শেষপর্যন্ত তার কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। বৃষ্টির জন্য বাইরের পরিবেশ কিছুটা শান্ত থাকলেও কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভেতরে ব্যাপক নকল চলেছে। স্বল্পসংখ্যক ভিজিল্যান্স টিম এবং একেকটি টিমে পর্যাপ্ত জনবলের অভাব, হল কর্তৃপক্ষের ও শিক্ষক পরিদর্শকদের অসহযোগিতা, সর্বোপরি দুর্নীতিবাজ বোর্ড কর্তৃপক্ষের শেষ মুহূর্তের চাতুরির কারণে প্রশাসনের সব প্রচেষ্টা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবার এক কলেজের পরীক্ষার্থীদের অন্য কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষায় আসন ব্যবস্থা করলেও পরশু বিকেলে রহস্যজনক কারণে তা বাতিলের এবং পার্শ্ববর্তী স্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেয়। তাছাড়া কুমিল্লা জেলায় পূর্ব নির্ধারিত ৩৩টি কেন্দ্রকে শেষ মুহূর্তে ৪৮ কেন্দ্রে সম্প্রসারণ করলে চাহিদানুযায়ী ভিজিল্যান্স টিমের সংকট দেখা দেয় এবং প্রশাসনও এত কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণে বিপাকে পড়ে। জানা গেছে, নকলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাকারী জেলা প্রশাসনকে ব্যর্থ করার জন্যই বোর্ডের এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা আকস্মিকভাবে এই পরিবর্তন আনে। তবে এর পেছনে বেসরকারী কলেজগুলো থেকে প্রচুর অর্থ বিনিময়ের এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর অভিযোগ রয়েছে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী চান্দিনা কলেজের পরীক্ষার্থীদের নিমসার কেন্দ্রে এবং নিমসার কলেজের পরীক্ষার্থীদের চান্দিনা কেন্দ্রে আসন বিনিময়ের মাধ্যমে এইচএসসি পরীক্ষা হবার কথা ছিল। কিন্তু পরশু বিকেলে বোর্ড এক চিঠিতে এ সিদ্ধান্ত বাতিল করে নিমসার কলেজের পরীক্ষার্থীদের পার্শ্ববর্তী নিমসার হাই স্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষা নেবার নির্দেশ দেয়। এতে ঐ হাই স্কুলটি অনির্ধারিত ও আকস্মিকভাবে বন্ধ ঘোষণা করে রাতারাতি এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্রে পরিণত করা হয়। অপরদিকে নিমসার কেন্দ্র বহাল রাখার এই সিদ্ধান্ত পরশু সারারাত মাইকযোগে আশপাশের জনপদে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রচার করা হয়। এতে অনেক পরীক্ষার্থীও বিপাকে পড়ে। তাছাড়া কেন্দ্রের নামে উপকেন্দ্র সম্প্রসারণে ইতিপূর্বে গঠিত ভিজিল্যান্স টিমের ক্ষেত্রেও সংকট দেখা দেয় এবং একা একটি টিম ভেঙ্গে [illegible]